হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ফেরাতে গাংনীতে পিঠা উৎসব

গ্রাম বাংলার হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে মঙ্গলবার মেহেরপুরের গাংনী সরকারী ডিগ্রি কলেজে তারুণ্যের পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

জমকালো উৎসবে শোভা পাচ্ছে স্বতীন পিঠা, বেক্কল জামাই, মেয়েদের মন, জামাইয়ের প্যাচ, ভালবাসার লাল গোলাপ, পিয়াসা, পাটি সাপটা, চিতই, ভাপা, পুলি, সরু, মালাই রোল, চিটা রুটিসহ পুরনো নানা পিঠার সমারোহ লক্ষ্য করা গিয়েছে।

নিজেদের স্টলগুলো পরিচালনা করেন বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। দিন দিনব্যাপী পিঠা মেলার উদ্বোধন করেন গাংনী উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন। উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক, গাংনী সরকারী ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলাম।

তারুণ্যের মেলা উপলক্ষে আয়োজন করা হয় এই পিঠা উৎসবের। গ্রাম বাংলার হারিয়ে যাওয়া পিঠা তৈরি করে হাজির হন কলেজের শিক্ষার্থীরা। সঙ্গে ছিল আধুনিক সব পিঠাও। ২৫ টি স্টলে পিঠার পসরা সাজিয়ে বসেন শিক্ষার্থীরা। তরুণ প্রজন্ম সকাল থেকেই ভিড় জমান পিঠা উৎসবে। পরিচিত হন নতুন ও পুরাতন হরেক রকমের পিঠার সঙ্গে।

গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ চত্ত্বরে শুরু হওয়া এ পিঠা উৎসবে ছিল বেশ ভিন্নতা। শিক্ষার্থীদের নিজ হাতে তৈরী করা এসব পিঠা সাজিয়েছেন তাদের স্টলে। ভোজন রসিকরা বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে দেখছেন আর স্বাদ নিচ্ছেন। সেই সাথে অনেকে এসেছেন তাদের সন্তাানদেরকে পিঠা পুলির স্বাদের পাশাপাশি পিঠার সাথে পরিচয় ঘটাতে।

পিঠা উৎসবের আয়োজনে বেজায় খুশি শিক্ষার্থীরা। এ ধরনের আয়োজন তরুণ প্রজন্মকে আরো উদ্যমী করে গড়ে তুলবে বলে মনে করছেন তারা।

মেহেরপুরে অপারেশন ডেভিল হান্টে ১০ জন গ্রেপ্তার

মেহেরপুরে অপারেশন ডেভিল হান্ট অভিযান পরিচালনা করে ১০ আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে জেলা বিভিন্ন স্থানে পুলিশের কয়েকটি টিম এ অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন মেহেরপুর শহরের বেড়পাড়ার মৃত মসলেম উদ্দিনের ছেলে জাহিদ হোসেন, নতুন পাড়ার মৃত আবুল কাশেমের ছেলে লালন শেখ, সদর উপজেলার হরিরামপুর গ্রামের মৃত আফজাল হোসেনের শরিফ, ময়ামারি গ্রামের মৃত চাঁদ আলীর ছেলে মো: রশিদ, সাহেবপুর গ্রামের লিয়াকত মোল্লা, তার ছেলে শরিফুল ইসলাম, আনারের ছেলে আলতাব আলী, আলতাব আলীর ছেলে সাজু, বলিপুর গ্রামের মৃত পিজির উদ্দিনের ছেলে আবুল কালাম ও খোকসা গ্রামের সোলায়মান খানের ছেলে সাজ্জাদ হোসেন।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেসবাহ উদ্দিন জানান, গ্রেফতাকৃতদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। জেলার সর্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে।

মেহেরপুরের কুতুবপুরে জামায়েতে ইসলামীর গণসংযোগ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর-১ আসনের প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিনের নেতৃত্বে মেহেরপুরে গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) বিকেল পাঁচটার দিকে মেহেরপুর সদর

উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নে কুলবাড়িয়া বাজারে এ তার নেতৃত্বে এই গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা সেক্রেটারি মোঃ ইকবাল হুসাইন, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি মাওলানা কাজী রুহুল আমিন, সদর উপজেলা আমীর মাওলানা সোহেল রানা, সাধারণ সম্পাদক মোঃ জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, কুতুবপুর ইউনিয়নের আমীর ইমদাদুল হক সাধারণ সম্পাদক পারভেজ হোসেন। প্রমুখ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বিভিন্ন ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা গণসংযোগে অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুরে দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর উপজেলা পর্যায়ে গ্রাম আদালত কার্যক্রমের অগ্রগতির বিষয়ে হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সাথে দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) সকাল দশটার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলা কার্যালয় কনফারেন্স রুমে সমন্বয় সভা আয়োজন করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার মোঃ আসাদুজ্জামান, সদর উপজেলা সমন্বয়কারী মোঃ আলমগীর কবির, গ্রাম আদালত প্রকল্প প্রোগ্রাম এন্ড ফাইনান্স অফিসার মোঃ সাহাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ আজিম উদ্দিন, ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বারাদি ও সদর উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর প্রমূখ।

এ সময় তারা বলেন, হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটররা তাদের নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে এবং সাধারণ মানুষদের গ্রাম আদালতের

সেবা নিশ্চিত করতে তাদের সহযোগিতা করবে। বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শন করবে এবং গ্রাম আদালতের প্রচার বৃদ্ধি করবে। দাম আদালতের আবেদন গ্রহণ করবে , সরকার গ্রাম আদালতের বিশাল ক্ষমতা দিয়েছে তার যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিটা ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম আদালতের ব্যানার থাকতে হবে যেখানে বিচার সেবা চলে।

ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালতের আইন বিষয়ে সাইন বোড থাকতে হবে। আপনাদের মাঝে নিবন্ধন এবং গ্রাম আদালতের মামলা সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে প্রতিযোগিতা থাকতে হবে এবং প্রতিমাসে অবস্থান ভিত্তিক তথ্য দিতে হবে। গ্রাম আদালতে সহজে অল্প সময়ে বিরোধ নিস্পত্তি করা হয় , এখানে মানুষ হয়রানি হয় না মানুষের মাঝে সুসম্পর্ক তৈরি হয়।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের ৭ নেতাকর্মী গ্রেফতার

চলতি অপারেশন ডেভিল হান্টে গত ২৪ ঘন্টায় মেহেরপুরে আওয়ামী লীগ , যুবলীগ ও তাঁতী লীগের ৭ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৩ জন , গাংনী থানা পুলিশ ২ জন ও মুজিবনগর থানা পুলিশ ২ জনকে গ্রেফতার করেছেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মকসুদা খানম পিপিএম জানান , গ্রেফতারকৃতদের নামে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে সদর , গাংনী ও মুজিবনগর থানায় মামলা রয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের আজ আদালতে নেওয়া হবে।

ক্যাসিনো সম্রাজ্ঞী সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীর স্ত্রী মোনালিসা গ্রেফতার

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন পত্নি ও যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি সৈয়দা মোনালিসাকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী।
রবিবার (১৬ ফেব্রুয়ারী) দিবাগত রাতে ঢাকার ইস্কাটন রোডের একটি বাড়ি থেকে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।
একটি বিশ্বসস্থ সূত্রের বরাত দিয়ে মেহেরপুর সদর থানার ওসি শেখ মেজবাহ উদ্দীন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
সৈয়দা মোনালিসার নামে মেহেরপুরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার উপর হামলাসহ বেশ কয়েকটি অভিযোগে তিনটি মামলা রয়েছে।

প্রশাসনসহ এলাকার মানুষ এতোদিন জানতেন মন্ত্রী পতি œ সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম সরকার পতনের পরপরই কানাডাতে পালিয়ে গেছেন। কানাডাতে পালিয়ে যাওয়ার ভূঁয়া তথ্য মন্ত্রীরর পরিবার ও দোষররা সমাজে ছড়িয়ে দিয়েছিল।
এদিকে সৈয়দা মোনালিসা ইসলামের গ্রেফতারের খবর মেহেরপুর জেলায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলিতে ভাইরাল হওয়ায় অনেকস্থানে আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ করেছেন জনগণ।

খোদ আওয়ামীলীগের নেতা ও স্থানীয়রা জানান, ফরহাদ হোসেন ও তার স্ত্রী সৈয়দা মোনালিসা মিলে মেহেরপুর জেলার মানুষকে শাসন ও শোষন করেছেন। মন্ত্রী যতটা না ক্ষমতাধর ছিলেন সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম ছিলেন তার চাইতে বেশি ক্ষমতাধর।

প্রশাসন, গোয়েন্দা বিভাগ ও স্থানীয় অনলাইন জুয়াড়িরা জানিয়েছেন, মেহেরপুর জেলায় অনলাইন জুঁয়ার মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা অবৈধপথে রাশিয়াতে গেছে। অনলাইন জুঁয়া নিয়ন্ত্রক ছিলেন সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম। জেলার কয়েক হাজার যুবক, তরুণ এই অনলাইন জুঁয়ায় আসক্ত। অনলাইন জুঁয়াড়িদের আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাপোর্ট দিয়ে হাতিয়ে নিয়েছেন কয়েক হাজার কোটি টাকা। এনিয়ে জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকাগুলোতে বারবার সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পরেও প্রশাসন

তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। অনলাইন জুঁয়াড়িদের দেওয়া হয়েছে নিরাপত্তা ও আইনী সুরক্ষা। সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম ছিলেন অনলাইন জুয়াড়িদের সহযোগী। আর এই কথা বলেছেন, সাবেক মন্ত্রীর ছোট ভাই বর্তমানে দুটি মামলায় গ্রেফতার জেলা যুবলীগের আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল। তিনি বলেছেন, মোনালিসা ইসলাম অনলাইন জুয়ার নিয়ন্ত্রক ছিলেন; ‘ক্যাসিনো সম্রাজ্ঞী’ হিসেবে তিনি পরিচিত, মৃদুলের কথা এখন মানুষের মুখে মুখে।

জানা গেছে, সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুল দুই হাজার কোটি টাকার মালিক; এর সবটাই দুর্নীতিপ্রসূত। কানাডাসহ দেশ-বিদেশে তার অঢেল সম্পদ।

৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক এমপি এবং মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বিরুদ্ধে মেহেরপুরে দুটি হত্যা মামলা হয়েছে। সরকারি ত্রাণের কোটি টাকার মালামাল আত্মসাতের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে দুদকে মামলা হয়েছে। ক্ষমতার পালাবদলের পর স্থানীয় আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা এলাকায় থাকলেও মন্ত্রী ও তার ভাইবোন-স্বজন সবাই এখন পলাতক। অথচ ক্ষমতাকালে মন্ত্রী বাইরের ভালো লোক হিসেবেই পরিচিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের একাধিক নেতা বলেন, ‘তার আমলে দল পরিবারতন্ত্রের রূপ নিয়েছিল। জেলা কমিটিতে তার স্ত্রী, ভাই, বোন, আত্মীয়স্বজন মিলে ২৩ জন গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। মন্ত্রী পঞ্চপান্ডব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিলেন।’

তিনি বলেন, ‘মন্ত্রী গ্রেপ্তার হওয়ায় দলে স্বস্তির হাওয়া বইছে, আজকে মন্ত্রী পত্নী গ্রেফতার মানুষের মাঝে ও আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীর মাঝে নতুন সুখবর দিলো। তিনি তিনবার এমপি, প্রতিমন্ত্রী ও মন্ত্রী হয়ে প্রকৃত নেতাদের ছুড়ে ফেলেছিলেন। কর্মীরা মূল্যহীন হয়ে পড়েছিল। মূল্যবান হয়ে উঠেছিল প্রশাসন, পুলিশ ও হাইব্রিড কিছু তোষামোদকারী নেতা।’

জানা গেছে, দলকে হাতের মুঠোয় রেখে মন্ত্রী ফরহাদ মেহেরপুরসহ সারা দেশের টেন্ডার, নিয়োগ, বদলি ও অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে হাজার কোটি টাকা ও সম্পদের পাহাড় গড়েছেন। পুলিশকে ব্যবহার করে অনলাইন জুয়া নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে মাসে ৪-৫ কোটি টাকা কামাতেন তার স্ত্রী মোনালিসা ইসলামের মাধ্যমে।
অনলাইন জুয়ার হোতাদের সঙ্গে মন্ত্রী ও সৈয়দা মোনালিসার সাথে

অন্তরঙ্গ ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ও অন্যান্য মিডিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সারা দেশের শিক্ষা সেক্টরের টেন্ডার নিয়ন্ত্রণ করতেন মন্ত্রীর ছোট ভাই সরফরাজ হোসের মৃদুল; স্থানীয় সমাজসেবা, হাসপাতাল ও থানা নিয়ন্ত্রণ করতেন তার ভাগ্নে (মন্ত্রীর অর্থরক্ষক হিসেবে পরিচিত) আমিনুল ইসলাম খোকন; গণপূর্ত, সড়ক ও জনপথসহ এলজিইডি নিয়ন্ত্রণ করতেন মন্ত্রীর ভগ্নিপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস; সমবায়, কৃষি, মৎস্য ও পশুসম্পদ বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করতেন তার বড় ভাই শহীদ সাদেক হোসেন বাবুল এবং সারা দেশে সরকারি হাসপাতালের ওষুধ সাপ্লাইবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন মন্ত্রী-পত্মীর পিএস জোহা। জনশ্রুতি আছে, এ নিয়ন্ত্রকদের হোতা ছিলেন মন্ত্রী ও তার স্ত্রী। এদের মাধ্যমেই অর্থবিত্তে ফুলেফেঁপে ওঠেন তিনি।

সর্বশেষ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনামা অনুযায়ী, তার স্বর্ণ আগে ছিল ২০ ভরি, সর্বশেষ হয়েছে ৪৫০ ভরি; আয় ও সম্পদ সর্বশেষ ২০০ গুণ বেড়েছে।

মন্ত্রীর দুর্নীতির কথা ফাঁস করেছেন তারই ছোট ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুল। তিনি এক অডিও সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘ভাইয়ের দুর্নীতির কারণেই আজ আমরা সবাই ঘরছাড়া, পালিয়ে বেড়াচ্ছি এবং মামলার আসামি হয়েছি। ফরহাদ হোসেন নিয়োগ, বদলিবাণিজ্য প্রভৃতি দুর্নীতির মাধ্যমে ন্যূনতম দুই হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। কানাডার বেগমপাড়ায় তার বাড়ি আছে। ঢাকায় একাধিক বাড়ি আছে। সবকিছুর নিয়ন্ত্রক ছিলেন মন্ত্রী ও তার স্ত্রী। টাকা ছাড়া টেন্ডার, নিয়োগ, বদলি কিছুই হতো না।’ তিনি বলেন, ‘মন্ত্রীর স্ত্রী মোনালিসা ক্যাসিনো সম্রাজ্ঞী হয়ে পুলিশের মাধ্যমে শত শত কোটি টাকা কামিয়েছেন। ক্ষমতা হারানোর পর ৫০ কোটি টাকা দিয়েছেন মামলা থেকে রক্ষা পেতে। তাই তার নামে কোনো মামলা হয়নি। স্ত্রীর কারণেই আমার ভাই নষ্ট হয়েছে।’

জানা গেছে, মন্ত্রীর উপার্জনের বেশি অংশ পাচার হয়েছে কানাডায়। তার অবৈধ উপার্জনে কানাডার বেগমপাড়ায় বাড়ি আছে। দুবাইয়ে শারজা স্টেডিয়ামের পাশে মন্ত্রী বাড়ি কিনেছেন বলে জানা গেছে। এ ছাড়া ঢাকার মোহাম্মদপুর, উত্তরা ও বনানীতে তিনটি ফ্ল্যাট আছে। কিশোরগঞ্জ ও মেহেরপুরে আছে দুটি বাড়ি। আত্মীয়স্বজনদের নামে-বেনামে কয়েক শত বিঘা জমি ও ব্যাংকে জমা আছে বিপুল পরিমাণ অর্থ। ক্ষমতা হারানোর কিছুদিন আগে শহরে ১১ কোটি টাকা মূল্যে দেড় বিঘা

বাড়ির জমি কিনেছেন তার স্ত্রীর পিএস জোহার নামে। মেহেরপুর শহরের দীঘিরপাড়ায় ৭ কোটি টাকা মূল্যের ৯ বিঘা জমি আছে। শহরের পিটিআইয়ের সামনে তার বাবার নামে সরকারি টেক্সটাইল কলেজ নির্মাণের জন্য অধিগ্রহণকৃত এক বিঘা জমিটি তিনি ২০ লাখ টাকায় কিনে পরে সরকারের কাছে ৭ কোটি টাকায় বিক্রি করেছেন। সদর উপজেলার বুড়িপোতা, হরিরামপুর, ইছাখালী, মদনা, আমঝুপি, শ্যামপুর ও মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর, মোনাখালী ও আনন্দবাস এলাকায় বাড়ি ও চাষাবাদের শতবিঘা জমি কিনেছেন বলে স্থানীয়রা নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুরে প্রবীণদের দিনব্যাপী মিলন মেলা

মেহেরপুরে দিনব্যাপী প্রবীণ মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামবাসীর উদ্যোগে এ মিলন মেলার আয়োজন করা হয়। এতে এলাকার প্রায় ২০০ প্রবীণ অংশ নেন।

মিলন মেলায় আয়োজিত হয় শৈশবের বিভিন্ন খেলাধুলা, যা প্রবীণদের আনন্দে মাতিয়ে তোলে। আয়োজকেরা জানান, ইন্টারনেট আর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাবে গ্রামীণ ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে, তাই তারা প্রতিবছর এমন আয়োজন চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন।

মিলন মেলায় প্রবীণরা অংশ নেন চেয়ার সিটিং, ফুটবল, বালিশ খেলাসহ বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলায়। অনুষ্ঠানের শুরুতে তরুণরা প্রবীণদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়। সকালের নাস্তায় পরিবেশিত হয় গ্রামীণ ঐতিহ্যের চিড়া, মুড়কি, দই, গুড় ও মিষ্টি। দুপুরের খাবারে ছিল ভাত, খাসির মাংস, সবজি ও ডাল।

দিনশেষে খেলাধুলায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। মিলনমেলা শেষে সবাই একে অপরের সুস্থতা কামনায় দোয়া করেন।

আয়োজক কমিটির সদস্য রকিবুল ইসলাম বলেন, “গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে আমরা গত পাঁচ বছর ধরে এই আয়োজন করে আসছি। আমাদের লক্ষ্য, প্রবীণরা যেন একদিনের জন্য হলেও শৈশবে ফিরে যেতে পারেন এবং সব

দুঃখ-ক্লান্তি ভুলে আনন্দে মেতে উঠতে পারেন। ভবিষ্যতেও এই আয়োজন অব্যাহত থাকবে।”

মেহেরপুরের আমঝুপিতে জামায়েতে ইসলামীর গণসংযোগ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর-১ আসনের প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিনের নেতৃত্বে মেহেরপুরে গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) বিকেল পাঁচটার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নে তার নেতৃত্বে এই গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় মেহেরপুর জেলা সেক্রেটারি মোঃ ইকবাল হুসাইন, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি মাওলানা কাজী রুহুল আমিন, সদর উপজেলা আমীর মাওলানা সোহেল রানা, সাধারণ সম্পাদক মোঃ জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, আমঝুপি ইউনিয়নের আমীর আলমগীর কবির এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাইফুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বিভিন্ন ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা গণসংযোগে অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুরে স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়কসহ ৮ নেতাকর্মী গ্রেফতার

সন্ত্রাসী ও অপরাধীদের দমনে সারাদেশব্যাপী পরিচালিত অপারেশন ডেভিল হান্টের পঞ্চম দিনে মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের

আহ্বায়ক মোঃ আরিফুল এনাম বকুল (৬০), মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগের সহ-সভাপতিসহ আওয়ামীলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগের ৮ নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত থেকে আজ শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করে পুলিশ।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মাকসুদা খানম পিপিএম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন , মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ৪ জন , গাংনী থানা পুলিশ ৩ জন ও সদর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আওয়ামীলীগের ১ জনকে গ্রেফতার করেছেন।

সদর থানায় গ্রেফতারকৃতরা হলেন , মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক মোঃ আরিফুল এনাম বকুল (৬০), মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগের সহ-সভাপতি ও শিবপুর গ্রামের শরিয়ত শেখের ছেলে আরজ আলী (৫০), বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের তিন নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও বাগোয়ান গ্রামের মৃত ওমর আলীর ছেলে মোঃ আলতাফ হোসেন (৪৮), মহাজনপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ও একই গ্রামের মৃত খেদের আলীর ছেলে মোঃ রাসেল আহমেদ(৩১)। গ্রেফতারকৃতরা মুজিবনগর থানার মামলা নং ০১ , তারিখ ৬ /০৯/২৪ ধারা - ১৪৩/৩২৩/৩২৪/৩২৬/৩০৭/৩৪১/৩৮৫/৩৮৬/৩৮৭/৫০৬/১১৪/৩৪ পেনাল কোড, মামলার এজাহার নামীয় আসামি। মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রামের সুরোজ মিয়া বাদী হয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগে মামলাটি দায়ের করেন।

গাংনী থানায় গ্রেফতারকৃতরা হলেন , উপজেলার সানঘাট গ্রামের আবেদ আলীর ছেলে যুবলীগ নেতা মোহাম্মদ জাকিরুল ইসলাম(৩০), তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইনের ৬ (২)/৭(৫)/ ৭(৬)/১০/১১/১২/১৩ ধারায় গাংনী থানার মামলা নং ১১ , তারিখ - ১৯/০৮/২৪, একই উপজেলার যুবললীগ নেতা রাধাকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের সহিব উদ্দীনের ছেলে মোহাম্মদ আসিম উদ্দিন (৩৫) ও খেদমত আলীর ছেলে যুবলীগ নেতা মো : সাগর (৪৫)। তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইনের ৬(২)/৭(৫)/৭(৬)/১০/১১/১২/১৩ ধারায় দায়ের করা গাংনী থানা মামলা নাম্বার ১১ , তারিখ - ১৯/০৮/২৪ রয়েছে।

এছাড়া সদর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতারকৃত হলেন , মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়ার হারু শেখের ছেলে মোঃ সোহেল শেখ। তার বিরুদ্ধে সদও থানার মামলা নং ২২ , তারিখ ২০ /০৩/২০ ইং , জিআর মামলা

নং ৭০ /২০ ইং , ধারা -২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬ (১) সারনীর ১৯ (ক)।

গ্রেফতারকৃতদের আজ শুক্রবার দুপুর আড়াইটার দিকে আদালতে নেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে এসিআই সীডসের উদ্যোগে মাঠ দিবস

মেহেরপুর জেলার কুলবাড়িয়া গ্রামে এসিআই সীডসের উদ্যোগে "স্কার্লেট টমেটো" নিয়ে মেগা মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৪ টার দিকে অনুষ্ঠানে কৃষকদের সঙ্গে স্কার্লেট টমেটোর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসিআই সীডসের জোনাল সেলস্ ম্যানেজার মোঃ আনোয়ার হোসেন। এছাড়াও স্থানীয় ডিলার মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান রুবেল ও মোঃ নাহারুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। মাঠ দিবসটি পরিচালনা করে নমেহেরপুর টেরিটোরির মার্কেটিং অফিসার মোঃ পারভেজ আলী।

কৃষক শমশের আলী জানান, তিনি স্কার্লেট টমেটোর চাষ করে অত্যন্ত খুশি এবং ভবিষ্যতে আরও বেশি কৃষক এই জাতের টমেটো চাষে আগ্রহী হবেন বলে আশা প্রকাশ করেন।

এ ধরনের মাঠ দিবস কৃষকদের উন্নত প্রযুক্তি ও চাষাবাদের আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আয়োজকরা জানান।